

৬৩ - سورة المنافقون، مَدَنِيَّةٌ
(আয়াত ১১, রুকু ২)

<p>পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>
<p>১। মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।</p>	<p>۱. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ</p>
<p>২। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল রূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!</p>	<p>۲. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>
<p>৩। এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।</p>	<p>۳. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ</p>

৪। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে?

۴. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَانَتْهُمْ حُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ ۖ تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنِي يُؤْفَكُونَ

মুনাফিক এবং তাদের আচরণ

আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তারা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসে তখন শপথ করে করে ইসলাম প্রকাশ করে এবং তাঁর রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়, বরং এর বিপরীত। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ তোমার কাছে এসে শপথ করে করে তোমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস রেখ যে, তাদের এই কসমের কোনই মূল্য নেই। এটা তাদের মিথ্যাকে সত্য বানানোর একটা মাধ্যম মাত্র।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততার ব্যাপারে মুনাফিকরা স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্তু অন্তরে তারা এ মত পোষণ করেনা, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা কখনও কখনও স্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ যাহাহকের (রহঃ) কিরআতে অর্থাৎ হেঁম্‌রে তে যের দিয়ে রয়েছে। তখন ভাবার্থ হবে : তারা তাদের

বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা হত্যা ও কুফরীর হুকুম হতে দুনিয়ায় বেঁচে যাবে। তাদের অন্তরে নিফাক স্থান করে নিয়েছে। মুনাফিকদের বাহ্যিক ব্যবহার ও কথা-বার্তায় কোন কোন মুসলিম প্রতারিত হয়ে থাকে। কারণ তাদের মিথ্যা কথন তারা বুঝতে পারেনা। ফলে তাদেরকে মু'মিন বলে ভুল করে। আবার কোন কোন মুসলিম মুনাফিকদের কথাকে বিশ্বাস করে এবং তাদের আচার আচরণকে অনুকরণ করে। মুনাফিকরাতো মনে প্রাণে এই চায় যে, ইসলাম এবং এর অনুসারীরা ধ্বংস হোক। তাই মুনাফিকদের অনুসরণ মুসলিমদের জন্য বয়ে আনতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ! (তাবারী ২৩/৩৯৪) আল্লাহ আরও বলেন :

এটা এ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝেনা। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এ জন্যই মুনাফিক আখ্যায়িত করেছেন যে, তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে ধ্বংসকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর সীল করে দিয়েছেন। ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না এবং কোন উত্তম কথাও তাদের অন্তরে পৌছেনা। তাদের হৃদয় না কোন কিছু বুঝতে পারে, আর না তা থেকে সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর। অর্থাৎ মুনাফিকদের রয়েছে মুখের মিষ্টি কথা এবং বাক-পটুতা। যখন কেহ তাদের কথা শুনতে পায় তখন তাদের কথার বাক্যালংকার এবং সাজিয়ে গুছিয়ে বলার কারণে সে মুগ্ধ হবে, যদিও মুনাফিকরা তাদের অন্তরে দুর্বল ও সশংক চিত্ত, ভয়ানক ও ভীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَخْسِبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তখন তারা ধারণা করে

যে, তাদের উপর হয়তো তা আপতিত হচ্ছে। তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে হা-হতাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ
حَدَادٍ ۖ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ۗ وَكَانَ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ১৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ ۖ فَاتَّلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মুনাফিকদের বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। তাদের সালাম হল লা'নত, তাদের খাদ্য হল লুঠতরাজ, তাদের গানীমাত হল চুরি, তারা মাসজিদের নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করে, সালাতের জন্য তারা শেষ সময়ে এসে থাকে, তারা অহংকারী ও আত্মগব্বী হয় এবং তারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকে। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করেনা এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেনা। রাতের বেলা তারা এক টুকরা কাঠ এবং দিনে শোরগোলকারী।' (আহমাদ ২/২৯৩)

৫। যখন তাদেরকে বলা হয় :
তোমরা এসো, আল্লাহর রাসূল
তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা
করবেন, তখন তারা মাথা

৫. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا

<p>ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।</p>	<p>رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ</p>
<p>৬। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।</p>	<p>٦. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ</p>
<p>৭। তারাই বলে : আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করনা যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভান্ডারতো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝেনা।</p>	<p>٧. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ</p>
<p>৮। তারা বলে : আমরা মাদীনায়ে প্রত্যাবর্তন করলে সেখান হতে প্রবল দুর্বলকে বহিস্কৃত করবেই। কিন্তু সম্মানতো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের।</p>	<p>٨. يَقُولُونَ لِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ</p>

মুনাফিকরা রাসূলকে (সাঃ) দ্বারা তাদের জন্য দু'আ করতে বলায় আগ্রহী ছিলনা

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন : **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ** তাদের কৃত পাপের ব্যাপারে খাঁটি মুসলিমরা যখন তাদেরকে বলে : এসো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা গর্বভরে মাথা দুলিয়ে থাকে। এভাবে তারা বিমুখ হয়ে যায়। এর প্রতিফল হল এই যে, তাদের জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। তাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। সূরা বারাতাতে এই বিষয়েই আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর তাফসীর এবং সাথে সাথে এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। সালাফগণের অধিকাংশ বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন যে, এগুলো সবই আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল সম্পর্কে বর্ণনা। এর বিস্তারিত সত্ত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ।

সীরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকে রয়েছে, ইব্ন শিহাব (রহঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল তার কাওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল। উহুদের যুদ্ধের পূর্বে প্রতি জুমু'আর দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবাহ দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলত : 'হে জনমণ্ডলী! ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল। ইনি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। ঐঁরই কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তোমরা শক্তিশালী হয়েছ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁকে সম্মান করবে ও মর্যাদা দিবে এবং তিনি যা কিছু বলবেন সবই মেনে চলবে।' এ কথা বলে সে বসে পড়ত। উহুদের যুদ্ধে তার কপটতা প্রকাশ পায়। সেখান হতে সে প্রকাশ্যভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যাচরণ করে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসে।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায ফিরে আসেন এবং জুমু‘আর দিন মিস্বরের উপর উপবিষ্ট হন তখন অভ্যাসমত আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই সেদিনও দাঁড়িয়ে যায় এবং সে কথা বলতে যাবে এমতাবস্থায় কয়েক জন সাহাবী এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে যান এবং তার কাপড় টেনে ধরে বলে ওঠেন : ‘ওরে আল্লাহর দুষ্মন! তুই বসে যা। এখন তোর কথা বলার মুখ নেই। তুই যা কিছু করেছিস তা আর কারও কাছে গোপন নেই। তোর আর ঐ যোগ্যতা নেই যে, মন যা চাইবে তাই বলবি।’ সে তখন অসম্ভব হয়ে জনগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সে বলতে বলতে যাচ্ছিল : ‘আমি কি কোন মন্দ কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম? আমি তো তাঁর কাজ মযবূত করার উদ্দেশ্যেই দাঁড়িয়েছিলাম।’ মাসজিদের দরবার কাছে কয়েক জন আনসারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘ব্যাপার কি?’ উত্তরে সে বলল : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় কয়েকজন সাহাবী আমার উপর লাফিয়ে পড়ে আমাকে টানা-হেঁচড়া করতে শুরু করে এবং আমাকে ধমকাতে থাকে। তাদের ধারণায় আমি যেন কোন মন্দ কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অথচ আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আমি তাঁর কথা ও কাজের সমর্থন করব।’ এ কথা শুনে ঐ আনসারীগণ বললেন : ‘ভাল কথা, তুমি ফিরে চল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন জানাব যে, তিনি যেন তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।’ সে তখন বলল : ‘আমার এর কোন প্রয়োজন নেই।’ (ইব্ন হিশাম ৩/১১১)

কাতাদাহ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, তারই কাওমের এক মুসলিম যুবক তার এ ধরনের কার্যকলাপের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকিয়ে নেন। সে সরাসরি অস্বীকার করে। সে মিথ্যা শপথও করে। তখন আনসারীগণ ঐ সাহাবীকে তিরস্কার এবং শাসন-গর্জন করেন ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের এবং যুবক সাহাবীর সত্যবাদীতার বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর ঐ মুনাফিককে বলা হয় : ‘চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নাও।’ তখন সে অস্বীকার করে এবং মাথা ঘুরিয়ে চলে যায়।

এই ঘটনায় মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) এবং আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে পানির জায়গার উপর যে জনসমাবেশ ছিল ওর মধ্যে জাহ্জাহ ইব্ন সাঈদ গিফারী (রাঃ) ও সিনান ইব্ন ইয়াযীদের (রাঃ) মাঝে ঝগড়া হয়। জাহ্জাহ (রাঃ) উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) একজন কর্মচারী ছিলেন। ঝগড়া চরম আকার ধারণ করে। সিনান (রাঃ) সাহায্যের জন্য আনসারগণকে আহ্বান করেন এবং জাহ্জাহ (রাঃ) আহ্বান করেন মুহাজিরদেরকে। ঐ সময় যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) প্রমুখ আনসারগণের একটি দল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এই ফরিয়াদ শুনে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলতে শুরু করে : ‘আমাদের শহরেই এ লোকগুলো আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল? আমাদের ও এই কুরাইশদের দৃষ্টান্ত ওটাই যাকে একজন বলেছে : ‘স্বীয় কুকুরকে তুমি মোটা-তাজা করছ যাতে সে তোমাকেই কামড়ে দেয়।’ আল্লাহর শপথ! আমরা মাদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিস্কার করবেই।’ অতঃপর সে তার পাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করল : ‘সব বিপদ তোমরা নিজেরাই নিজেদের হাতে টেনে এনেছ। তোমরা এই মুহাজিরদেরকে তোমাদের শহরে জায়গা দিয়েছ এবং নিজেদের সম্পদের অর্ধাংশ দান করেছ। এখনও যদি তোমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য না কর তাহলে তারা সংকটে পড়ে মাদীনা হতে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।’

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) এসব কথাই শুনলেন। ঐ সময় তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি সরাসরি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট উমার ইব্ন খাত্তাবও (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আব্বাদ ইব্ন বিশরকে (রাঃ) নির্দেশ দিন, সে তার গর্দান উড়িয়ে দিক।’ তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : ‘এ কাজ করলে এটা প্রচারিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকেও হত্যা করে থাকেন। এটা ঠিক হবেনা। যান, লোকদেরকে যাত্রা শুরু করার হুকুম দিন।’ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন এ খবর পেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা জেনে ফেলেছেন তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর কাছে হাযির হয়ে ওয়র-আপত্তি, হীলা-বাহানা

করতে লাগল। আর শপথ করে বলতে লাগল যে, সে এরূপ কথা কখনও বলেনি। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তার সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ছিল। তার গোত্রের লোকেরাও বলতে লাগল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্ভবতঃ এই বালকটিই ভুল বলেছে। সে হয়তো ধারণা করেছে, প্রকৃত ঘটনা হয়তো এটা নয়।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের পূর্বেই ওখান হতে তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন। পথে উসাইয়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর নাবুওয়াতের যথাযোগ্য আদবের সাথে তাঁকে সালাম করেন। অতঃপর আরম্ভ করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছেন, ব্যাপার কি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : ‘তোমার কি জানা নেই যে, তোমাদের সঙ্গী আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলেছে : ‘মাদীনায় পৌঁছে প্রবল ব্যক্তির দূর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে?’ তখন উসাইয়েদ (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্মানিততো আপনিই, আর লাঞ্চিত হল সে। আপনি তার কথাকে মোটেই পরোয়া করবেননা। আপনি এটাকে গুরুত্ব দিবেননা। আসলে মাদীনায় আপনার আগমনে সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। আমরা মাদীনাবাসীরা তাকে নেতা নির্বাচন করার উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছিলাম এবং তার মাথার মুকুটও তৈরী হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আ‘লামীন আপনাকে এখানে এনেছেন এবং সে মনে করছে যে, আপনার কারণে তার হাত হতে ক্ষমতা ছুটে গেছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চলতে থাকুন।’ তাঁরা দুপুরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। সন্ধ্যা হল, রাত শেষ হয়ে সকাল হলে তিনি শিবির স্থাপন করলেন, যাতে জনগণ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর ঐ কথা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত না থাকে। জনগণের ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণ ছিল বলে অবতরণ করা মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। আর এদিকে এই সূরা মুনাফিকূন অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন হিশাম ২/২৯০-২৯২)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। একজন মুহাজির একজন আনসারকে লাথি মারেন। এটাকে কেন্দ্র করে কথা বেড়ে চলে এবং উভয়েই নিজ নিজ দলের নিকট ফরিয়াদ জানান এবং তাঁদেরকে আহ্বান করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন : ‘একি অজ্ঞতার যুগের কাজ-কারবার শুরু করলে তোমরা? এই বেদুঈনী বদ

অভ্যাস পরিত্যাগ কর।’ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল বলতে লাগল : ‘মুহাজিরগণ এরূপ করল? আল্লাহর শপথ! মাদীনায় পৌঁছেই আমরা সম্মানীরা এই লাঞ্ছিতদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।’ ঐ সময় মাদীনায় আনসারগণের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি ছিল। তবে পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। উমার (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন এবং বললেন : তার ব্যাপারটি বাদ দিন। তাহলে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করে। (আহমাদ ৩/৩৯২, বুখারী ৪৯০৭, মুসলিম ২৫৮৪, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৫৩)

ইকরিমাহ (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সেনাবাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় পৌঁছেন তখন ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) মাদীনার প্রবেশ পথে তরবারী হাতে তুলে দাঁড়িয়ে যান। জনগণ মাদীনায় প্রবেশ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা এসে পড়ে। তিনি স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেন : ‘দাঁড়িয়ে যাও, মাদীনায় প্রবেশ করনা।’ তার পিতা বলল : ‘ব্যাপার কি? আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?’ আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন : ‘তুমি মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেন। সম্মানিত তিনিই এবং তুমিই লাঞ্ছিত।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে ঐ মুনাফিক তাঁর কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন : ‘আল্লাহর শপথ! আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আমার পিতাকে আমি মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা।’ অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে মাদীনায় প্রবেশ করতে দিলেন। (তাবারী ২৩/৪০৩, ৪০৫)

আবু বাকর আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর আল হুমাইদী (রহঃ) তার মুসনাদ হুমাইদীতে আবু হারুন আল মাদানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন : আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে বলেন : ‘যতক্ষণ

পর্যন্ত তুমি নিজের মুখে এ কথা না বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সম্মানিত এবং তুমি লাঞ্ছিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি মাদীনায প্রবেশ করতে দিবনা। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি শুনেছি যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার ফাইসালা দিয়েছেন। ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আজ পর্যন্ত আমি তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করিনি, কিন্তু আপনি যদি তার উপর অসম্ভ্রষ্ট থাকেন তাহলে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মাথা কেটে এনে আপনার নিকট হাযির করছি। অন্য কেহকেও তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেননা। এমনও হতে পারে যে, আমার পিতৃহন্তাকে আমি চলাফিরা করা অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘৃণা করব। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫২০)

৯। হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সম্ভান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত।

۹. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

১০। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে : হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম

۱۰. وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ۖ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ۚ وَأَكُن

এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	مِّنَ الصَّالِحِينَ
১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।	<p>۱۱. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.</p>

দুনিয়াদারী বিষয়ে বেশি জড়িত না হয়ে, মৃত্যুর পূর্বেই বেশি বেশি দান করার তাগিদ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খুব বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর বলেন : যারা দুনিয়ার চাকচিক্য, পদ মর্যাদা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আখিরাতে তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবার হবে লাঞ্চিত। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর আনুগত্যের কাজে মাল খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ তারা যেন মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে প্রদত্ত মাল হতে খরচ করে। মৃত্যুর সময়ের নিরুপায় অবস্থা দেখে ধন-সম্পদ খরচ করে শান্তি লাভের আশা করা বৃথা হবে। ঐ সময় তারা চাইবে যে, তাদেরকে যদি অল্প সময়ের জন্যও ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে যা কিছু ভাল কাজ আছে সবই তারা করবে এবং মন খুলে আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করবে। কিন্তু তখন আর সময় কোথায়? যে বিপদ আসার তা এসেই গেছে। ওটা আর কিছুতেই টলাবার নয়। বিপদ মাথার উপর এসেই পড়েছে। প্রত্যেক অবিশ্বাসীকেই তার কাজের হিসাব দেয়ার সময় এসে গেছে। কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের আত্নাদের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে :

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ
أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন
যালিমরা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন,
আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা
কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ :
৪৪) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا
فِيمَا تَرَكْتُ ۖ كَلَّا

যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে : হে আমার রাব্ব!
আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে
করিনি; না এটা হবার নয়। (সূরা মু‘মিনুন. ২৩ : ৯৯-১০০) এখানে
মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
সময়কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কেহকেও অবকাশ দিবেননা।
তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এ লোকগুলোকে যদি
ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এসব কথা ভুলে যাবে এবং পূর্বে যে কাজ করত
পুনরায় ঐ কাজই করতে থাকবে।

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন। কোন
কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি জানেন যা মানুষ করে।